যুগান্তর

তারিখ ...... 6 JUN 2003
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

# এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে এবারই গ্রেডিং পদ্ধতি

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

এবারই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে। নতুন এই পদ্ধতি সম্পর্কে কলেজ শিক্ষকরা এখনও অবহিত নন। তাই পরীক্ষার উত্তরপত্রের যথাযথ মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়ের মাঝেই দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এ নিয়ে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানিয়েছেন, উত্তরপত্র বিতরণের সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হবে। ২০০১ সালে এসএসসিতে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়। ওই বছর যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তারাই এবারের এইচএসসির নিয়মিত পরীক্ষার্থী। তাদের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম দিনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন

গ্রেডিং : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

## গ্রেডিং : পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আনে। তাই তাদের ক্ষেত্রে সংশোধিত পদ্ধতি নতুন। নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষার্থী বা শিক্ষক কাউকেই কিছু অবহিত করা হয়নি। ফলে পরীক্ষার্থীদের চেয়েও বেশি বিপাকে পড়েছেন এবারের এইচএসসি পরীক্ষার পরীক্ষকরা। তারা এর আগে কখনো গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেননি। আর যেখানে পুরনো পদ্ধতিতে একটি খাতা একাধিকবার মূল্যায়নের পরও নানা ধরনের ভুল ধরা পড়ে সেখানে খাতা বিতরণের সময় বোর্ডের দেয়া নির্দেশনায় কতটা যথাযথভাবে খাতার মূল্যায়ন হবে সে ব্যাপারে খোদ শিক্ষকরাই সন্দিহান। আবার অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়িত হবে সনাতন পদ্ধতিতে। একই সঙ্গে দু'ধারার উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিধান সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

মোট ৫ লাখ ২৭ হাজার ৫০৪ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ১ হাজার ৪০৯ জন নিয়মিত, ২ লাখ ১১ হাজার ২১৫ জন অনিয়মিত, ৪ হাজার ৮২১ জন মানোন্নয়ন এবং ১০ হাজার ৫৯ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ জুনাইদ বলেছেন, খাতা বিতরণের সময় পরীক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হবে। এ বিষয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসারে নম্বর পরিধি, গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট বিন্যাস নিম্নরূপ- ৮০ থেকে ১০০ পর্যন্ত 'এ' প্লাস গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট ৫; ৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত গ্রেড 'এ' ও গ্রেড পয়েন্ট ৪; ৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত গ্রেড 'এ' মাইনাস ও গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫; ৫০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত গ্রেড 'বি' ও গ্রেড পয়েন্ট ৩; ৪০ থেকে ৪৯ পর্যন্ত গ্রেড 'সি' ও গ্রেড পয়েন্ট ২; ৩৩ থেকে ৩৯ পর্যন্ত গ্রেড 'ডি' ও গ্রেড পয়েন্ট ১ এবং শূন্য থেকে ৩২ পর্যন্ত গ্রেড 'এফ' এবং গ্রেড পয়েন্ট শূন্য। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিন্যাসের ভিত্তিতে গ্রেড প্রদান করা হবে। আর সব বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করে নির্ধারিত হবে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ বা জিপিএ। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ করার কোন সুযোগ রাখা হয়নি।